

উমরা হজ্জ অনুধাবন

May 11, 2023



কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

QURAN TEACHING RESEARCH AND TRAINING CENTER

কুরআনের আলোকে জীবনকে আলোকিত করার প্রতিষ্ঠান



আমিনাহ





□ ১ হজ্জ ও হাজি (কুর'আনের আলোকে)

□ ২ হাজিদের সম্মান ও মর্যাদা

□ ৩ মাবরুর হজ্জ

□ ৪ প্রশিক্ষন ও তার গুরুত্ব

□ ৫ হজ্জ কি ও হজ্জের সময়

১

হজ্জ ও হাজি

(কুর'আনের আলোকে)

ইবাদত কবুলের শর্ত

ইবাদত কবুলের জন্য ৩টি শর্ত



(১) আল ঈমান;

ঈমানের সকল বিষয়ের উপর সঠিক বিশাস (সহীহ আকীদা) পোষণ করা,

(২) আল ইখলাস;

নিয়ত ও ইবাদত একমাত্র একনিষ্ঠভাবে আলাহর সন্তুষ্ট ও আনুগত্যের জন্য করা,

(৩) ইত্তিবাউস সুন্নাহ;

রাসল (সঃ) যে পদ্ধতিতে ইবাদত করেছেন ঠিক সেই পদ্ধতিতে ইবাদত করা।

বাকারা : ১৯৬

তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে **হজ্জ**

ও উমরা পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানি করবে। যে পর্যন্ত কুরবানির পশু তার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মস্তক মুগুন করো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানির দ্বারা তার ফিদইয়া দিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানি করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায় তবে তাকে হজ্জের সময় তিনদিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন - এই পূর্ণ দশদিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। **আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।**

وَاتَّبِعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْدُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ
رَأْسِهِ فَعِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ
نُسُكٌ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَتَعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ
عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ يَكُنْ أَهْلُهُ
حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى

لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾



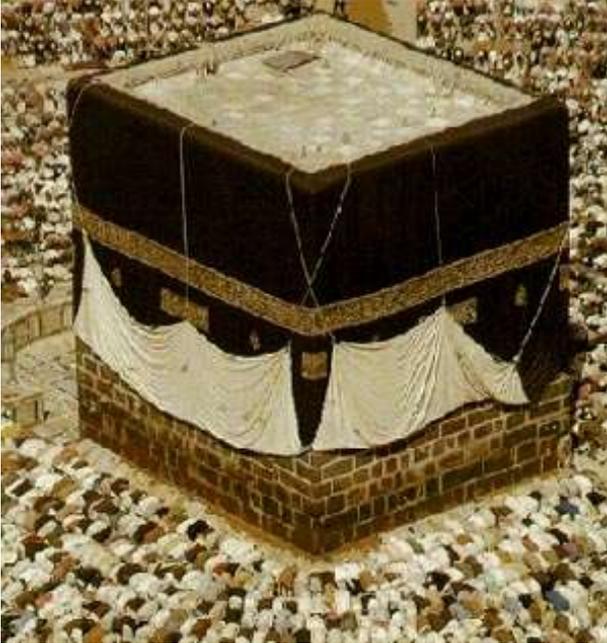
নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য **সর্ব**
প্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত
হয়েছিল তা তো বাব্বায়, সেটা
বরকতময় ও বিশ্বজগতের
দিশারী । ইমরান : ৯৬



فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ
 إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ
 آمِنًا ۗ وَرَبُّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ
 الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
 سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
 غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইব্রাহিম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন। ইমরান : ৯৭

আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।



- মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।
- সেখানে যে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।
- সেখানে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন সর্ব প্রথম গৃহ, মাকামে ইব্রাহিম
- এটি বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী।

আল্লাহর অমুখাপেক্ষীতা

১. আবশ্যিকতা ২. নিরাপত্তা ৩. নিদর্শন ৪. ফলাফল

বাকারা : ১২৫

এবং সে সময়কে স্মরণ কর,
যখন আমি কাবাগৃহকে মানব জাতির
সম্মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল
করেছিলাম

এবং বলেছিলাম, 'তোমরা মাকামে
ইব্রাহিমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ
কর।'

এবং ইব্রাহিম ও ইসমাঈলকে
তওয়াফকারীদের, ইতিকাফকারীদের,
রুকুকারীদের ও সিজদাকারীদের
জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে
আদেশ দিয়েছিলাম।

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً
لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا
مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَ
عَهْدِنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ
إِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَ
الرُّكْعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

আলোচ্য বিষয়: মানব জাতির নিরাপদ মিলন কেন্দ্র কাবাকে পবিত্র রাখার আদেশ।

সম্মিলন নিরাপত্তা নিদর্শন কর্মসূচী

এবং সে সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি কাবাগৃহকে মানব জাতির সম্মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, ‘তোমরা মাকামে ইব্রাহিমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।’ এবং ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে তওয়াফকারীদের, ইতিকারীদের, রুকু‘দের ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।

বাকার : ১২৫

- ▶ তাওয়াফ
- ▶ ইতিকার
- ▶ রুকু-সিজদা
- ▶ পরিচ্ছন্নতা

□ ১ হজ্জ ও হাজি (কুর'আনের আলোকে)

□ ২ হাজিদের সম্মান ও মর্যাদা

□ ৩ মাবরুর হজ্জ

□ ৪ প্রশিক্ষন ও তার গুরুত্ব

□ ৫ হজ্জ কি ও হজ্জের সময়

২

হাজীদের সম্মান ও মর্যাদা

www.aminahbd.com

হাজী কোন পর্যায়ের মানুষ

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানব গোষ্ঠীকে প্রধানত ২টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

১। অবিশ্বাসী ২। বিশ্বাসী

বিশ্বাসীদেরকে আবার কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

হাজী কোন পর্যায়ের মানুষ

মুমিন (বিশ্বাসী):



স্রষ্টা নির্ধারিত বিষয়সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে।

কালিমা পাঠ করে মানুষ ঈমানদার বা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিশ্বাস্যদের তত্ত্বাবধানে চলে।

কালিমা পাঠ করে গার্মের মুসলমানের বা

হাসিল করে।

হাজী কোন পর্যায়ের মানুষ

মুসলিম (অনুগত):



স্রষ্টা নির্ধারিত কর্মসমূহ সম্পাদন করে।

নামায, যাকাত ইত্যাদির মাধ্যমে মুমিনগণ
আল্লাহর আনুগত্যের প্রমাণ দেয় বা মুসলিম
হয়।

হুজ্বা।

আল্লাহর নির্দেশিত কাজের মধ্যে হুজ্বা হওয়া বা হুজ্বা হওয়া
আল্লাহর নির্দেশিত কাজের মাধ্যমে হুজ্বা হওয়া।

হাজী কোন পর্যায়ের মানুষ

মুক্তাকী (সতর্ক/সজাগ/সাবধান/সচেতন):



স্রষ্টার আদেশ নিষেধ সচেতনতা ও সতর্কতার সাথে পালন করে।

রোযা মুমিনকে মুক্তাকী বানায়।

ধোয়া মুমিনকে মুক্তাকী বানায়।

সতর্কতার সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে।

যেহাযেহা আমিনাহ নামের নব্বইতমতালিকা

হাজী কোন পর্যায়ের মানুষ

মুহসিন (স্বতঃস্ফূর্ত/আন্তরিক):



স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য

সবসময় স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিকভাবে কাজ করে।

কবে।

সবসময় স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিকভাবে কাজ

কবে।

হজ্জ মানুষকে মুহসিন বানায়

হজ্জের মাধ্যমে বিশ্বাসী বান্দারা মুহসিন হয়।



মুহসিন হলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মসম্পাদনকারী।
মনের আনন্দে তারা কাজ করে।

মুহসিনদেরকে - আল্লাহ-ওয়াল্লা; মানুষ বলা যায়।

গর্গাপ্রদনেবকে - গোআহ-ওয়াল্লা; গার্গর বলা যায়।

গর্গেব গোপনে বাবা কাজ করে।

গর্গেব গোপনে বাবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মসম্পাদনকারী।



যখন কেউ পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়ে যায়।
শুধুমাত্র নাবি রাসুলরা এ পর্যায়ে থাকেন।

যখন মুত্তাকি ব্যক্তি সকল কাজের পাশাপাশি আরো অতিরিক্ত
কাজ করে (নফল সলাত, সিয়াম, সাদাকাহ); হাজ মানুষকে এ
পর্যায়ে নিয়ে যায়
(স্ব-ইচ্ছায় অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে)

যখন মুসলিম ব্যক্তি সতর্কভাবে সব ইবাদাত সম্পন্ন করে এবং
পাপ কাজ থেকে বেচে থাকে;
রামাযান/সিয়াম মানুষকে এই পর্যায়ে নিয়ে যায়
(ইচ্ছা বা আনিচ্ছায় অর্পিত দায়িত্ব সতর্কতার সাথে পালন করে)

যখন মুমিন সলাত, সওম, জাকাত আদায় সহ
অন্যান্য কাজ গুলো করে
(ইচ্ছা বা আনিচ্ছায় অর্পিত দায়িত্ব পালন করে)

যখন কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস করে
(দায়িত্ব গ্রহন করে)

“

হাজীরা সাধারণের চেয়ে
অনেক উচ্চ স্তরের মানুষ
করন

হজ্জ মানুষকে মুহসিন বানায় ”

হাজিদের প্রাপ্ত সম্মান ও মর্যাদা

১. হাজিদের সম্মান - হাজিরা মুহসিন

হজ্জের মাধ্যমে বিশ্বাসী
হাজিরা মুহসিন হয়।

২. হাজিদের সম্মান - হাজিরা আল্লাহর মেহমান

রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলেছেন,

তিনটি দল আল্লাহর মেহমান;
আল্লাহর পথে জিহাদকারী
হজ্জ পালনকারী
উমরাহ পালনকারী

(নাসাঈ, মিশকাতঃ ২৫৩৭)



৩. হাজিদের সম্মান - হাজিরা বোধসম্পন্ন মানুষ

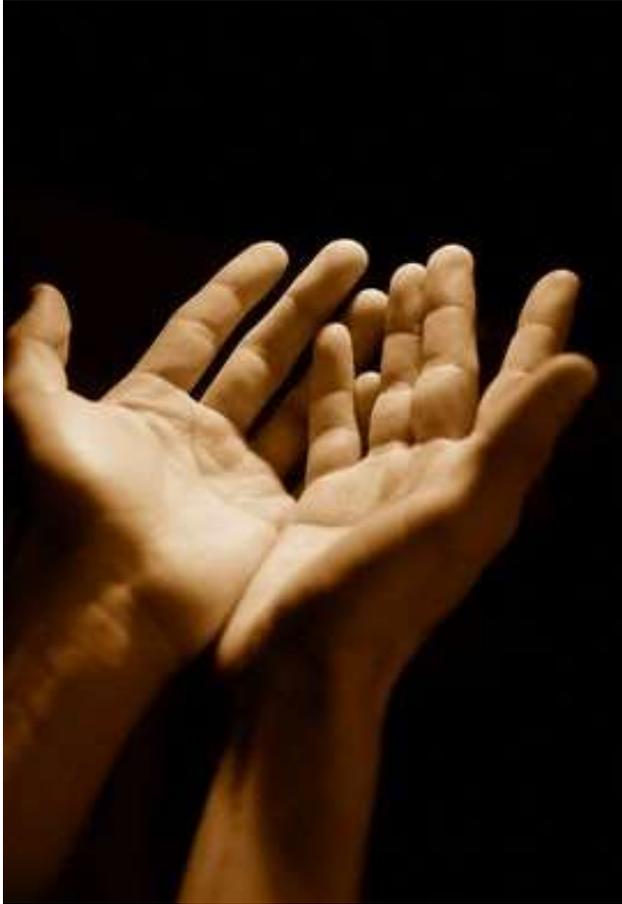
বাকারা : ১৯৭

হজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট মাসসমূহে। অতঃপর
যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্জ করা
স্থির করে তার জন্য অশ্লীলতা,
অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ
বিধেয় নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা
কিছু কর আল্লাহ তা জানেন এবং
তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে,
আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। তোমরা
আমাকে ভয় কর।

হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ!

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَبِنِ
فَرَضٍ فِيهِنَّ الْحَجُّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي
الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا
فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَ
التَّقْوَى يَأُولَى الْأَبْبابِ

8. হাজিদের সম্মান - হাজিরা নিষ্পাপ



আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :
যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে
হজ্জ করলো
এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ
থেকে বিরত রইল,
সে নবজাতক শিশুর ন্যায়
নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮১৯ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৫৭।

১. হাজিদের মর্যাদা - হাজিরা সম্পদশালী

বুরাইদা রাদিআল্লাহু আনহু
হতে বর্ণনা করেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

হজে খরচ করা আল্লাহর পথে
(জিহাদে)
খরচ করার সমতুল্য সাওয়াব।

হজে খরচকৃত সম্পদ
সাতশত গুণ

বাড়িয়ে এর প্রতিদান দেয়া
হবে।”

আহমাদ

২. হাজিদের মর্যাদা - হাজিরা দারিদ্রতা মুক্ত

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিআল্লাহু
আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন,
“তোমরা হজ্জ ও উমরা পালন
কর।

কেননা হজ্জ ও উমরা উভয়টি
দারীদ্রতা ও পাপরাশিকে
দূরীভূত করে যেমনিভাবে
হাপর স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহার মরিচা
দূর করে দেয়। আর মাবরুর
হজ্জের বদলা হল জান্নাত।”

তিরমিযী ৮১০

৩. হাজিদের মর্যাদা - হাজিদের দু'আ কবুল করা হয়

হজ্জ ও উমরা পালনকারীরা
আল্লাহর মেহমান।

তারা দু'আ করলে তা
কবুল হয়ে যায় এবং গুনাহ
মাফ চাইলে তা মাফ করে
দেয়।

ইবনে মাজাহ ২৮৯২

8. হাজিদের মর্যাদা - হাজিরা জান্নাতের অধিকারী

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

“একটি উমরাহ পরবর্তী
উমরাহ পর্যন্ত

ঐ দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত
পাপরাশির জন্য
কাফফারা (মোচনকারী) হয়।

আর ‘মাবরুর’ (বিশুদ্ধ বা
গৃহীত)

হজ্জের প্রতিদান

জান্নাত ছাড়া আর কিছুই
নয়।”

বুখারী ১৭৭৩, মুসলিম ৩৩৫৫)

৫. হাজীদের মর্যাদা - হাজিরা জাহান্নাম থেকে মুক্ত

উম্মুল মো'মেনীন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আরাফাতের দিন এত অধিক সংখ্যক লোককে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য কোনদিন দেন না।

এরপর তিনি (হাজীদের) নিকটবর্তী হয়ে ফিরিস্তাদের সাথে গর্ব করে বলেন, এরা কি চায়?

মুসলিমঃ ৩২৮৮

হাজিদের সম্মান ও মর্যাদা

হাজিদের সম্মান

১. হাজিরা মুহসিন
২. হাজিরা আল্লাহর মেহমান
৩. হাজিরা বোধসম্পন্ন
৪. হাজিরা নিষ্পাপ

হাজিদের মর্যাদা

১. হাজিরা সম্পদশালী
২. হাজিরা দারিদ্রতা মুক্ত
৩. হাজিদের দু'আ কবুল করা হয়
৪. হাজিরা জান্নাতের অধিকারী
৫. হাজিরা জাহান্নাম থেকে মুক্ত

সম্মান ও মর্যাদা
পাওয়ার শর্ত

কিন্তু হাজীদের এই সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করার জন্য কয়েকটি শর্ত দেওয়া হয়েছে

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ^ج فَبَنٍ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ^ب وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ^ط

১. হাজের মাসগুলোতে অশ্লীলতা, অন্যায় আচরণ
ও কলহ-বিবাদ করতে পারবে না। বাকারা : ১৯৭

২. অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে

বুখারী ১৮১৯, মুসলিম ৩৩৫৭

□ ১ হজ্জ ও হাজি (কুর'আনের আলোকে)

□ ২ হাজিদের সম্মান ও মর্যাদা

□ ৩ মাবরুর হজ্জ

□ ৪ প্রশিক্ষন ও তার গুরুত্ব

□ ৫ হজ্জ কি ও হজ্জের সময়

৩

মাবরুর হজ্জ

www.qurantrtc.com

May 11, 2023

36

যারা হজ্জ করেন তাঁরা সাধারণত,

মনে করেন যে কোন রকমে হজ্জ সম্পন্ন করতে
পারলেই সাফল্য নিশ্চিত।

সঙ্গে থাকা ইমাম, আলেম বা হজ্জ এজেন্সির প্রতিনিধির
দেখানো নিয়ম কানুন পালন করতে পারলেই হবে।

অথচ হজ্জের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করতে হলে জানতে হবে
রাসূল ﷺ সাফল্য অর্জনে কোন গুণাবলী সম্পন্ন
হজ্জ সম্পাদন করতে বলেছেন ??

হজে মাবরুর

পুরুষ



(বুখারী এবং মুসলিম)

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত,
রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
জিজ্ঞেস করা হলো সর্বোত্তম আমল কোনটি?

‘রসূল (সা.) বললেন,
আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনা।

জিজ্ঞেস করা হলো অতঃপর কোনটি?
রসূল (সা.) বললেন,
আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

জিজ্ঞেস করা হলো অতঃপর কোনটি?
রসূল (সা.) বললেন,
হজে মাবরুর’।

হজে মাবরুর মহিলা



(বুখারী)

উম্মুল মো'মেনীন আয়িশা (রাঃ) হতে
বর্ণিত,
তিনি বললেন
হে আল্লাহর রসূল (সা.),
'জিহাদকে আমরা সর্বোত্তম আমল মনে
করি।
কাজেই আমরা কি জিহাদ করব না?
রসূল (সা.) বললেন,
না বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ
হলো
হজে মাবরুর'।

হাদিস থেকে দেখা যায় উভয় দলের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন হাজ্জ করার জন্য কিন্তু সাথে একটি বিশেষ শব্দও উল্লেখ করেছেন।

“মাবরুর” অর্থাৎ সাধারণ হাজ্জ নয়,
হাজ্জ হতে হবে মাবরুর হাজ্জ ।

মাবরুর হাজ্জ - মাবরুর শব্দের অর্থ গ্রহণীয় বা কবুল। অর্থাৎ
যা গ্রহন করা হয়।

মাবরুর হাজ্জ অর্থ একটি গ্রহণীয় হাজ্জ বা একটি কবুল হাজ্জ

“হজে মাবরুর”

এবং

হজে মাবরুর অর্জনের উপায়

মাবরুর অর্জনের উপায়

নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে হবে

কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি পরিশুদ্ধ করতে হবে

চরিত্র ও আচার ব্যবহার পরিশুদ্ধ করতে হবে

আর্থিক বিষয়াদি পরিশুদ্ধ করতে হবে

মাবরুর অর্জনের উপায়

নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে

হবে

কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি পরিশুদ্ধ

করতে হবে

চরিত্র ও আচার ব্যবহার পরিশুদ্ধ

করতে হবে

আর্থিক বিষয়াদি পরিশুদ্ধ করতে

হবে

- সকল কাজ আল্লাহ তায়ালাকে খুশি করার জন্য করা।
- আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ভালবাসা, ভয় ও আনুগত্য পরিপূর্ণ করা।
- সর্বপ্রকার শিরক, বিদআত ও কুফরি থেকে বেঁচে থাকা।
- তাওহিদ-রিসালাত-আখেরাত সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা।
- অনৈসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনা পরিত্যাগ করা।
- সকল বিষয়ে আল্লাহর উপরে ভরসা করা।
- নিজের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ও ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নিকট হস্তান্তর করা।
- আল্লাহর মেহমান হিসেবে নিজের মান-মর্যাদা সম্পর্কে সজাগ ও সক্রিয় থাকা।

মাবরুর অর্জনের উপায়

নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে হবে
কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি
পরিশুদ্ধ করতে হবে
চরিত্র ও আচার ব্যবহার পরিশুদ্ধ
করতে হবে
আর্থিক বিষয়াদি পরিশুদ্ধ করতে হবে

- আল্লাহ তায়ালার সকল নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা। নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকা।
- সকল কাজ রসূল স. এর পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পাদন করা।
- পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার ব্যাপাণ্ডে সতর্ক থাকা।
- মেধা যোগ্যতা ও আন্তরিকতার প্রমাণ দেওয়া।
- নামায বিশুদ্ধ ও সুন্দর করা।
- সালামের প্রচলন করা, আগে সালাম দেওয়া।
- কুরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।
- সুন্দর দু'আ করা।
- ইহরাম তওয়াফ সাঈ ওকুফসহ হজ্জের সকল কার্যাবলী রসূল স. এর পদ্ধতি অনুযায়ী সঠিক সময় ও নিয়মে পালন করা।

মাবরুর অর্জনের উপায়

নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে হবে
কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি পরিশুদ্ধ
করতে হবে

চরিত্র ও আচার ব্যবহার
পরিশুদ্ধ করতে হবে

আর্থিক বিষয়াদি পরিশুদ্ধ করতে
হবে

- মিথ্যা, অহংকার, রাগ, হিংসা, গীবত, ওয়াদা খেলাপসহ সকল কবির গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।
- ঝগড়া-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা।
- আলস্য, অবহেলা পরিহার করে পরিশ্রমী হওয়া।
- প্রতারণা ত্যাগ করা।
- ধৈর্য ধারণ করা, বিরক্তি পরিত্যাগ করা।
- অন্যের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা। নিজের ভুল-ভ্রান্তির জন্য মাফ চেয়ে নেওয়া।
- অনুমান, সন্দেহ, সমালোচনা ও ভুল ধরার অভ্যাস পরিত্যাগ করা।
- দলনেতা, আমীর, দায়িত্বশীলকে মান্য করা।
- আত্মসমালোচনার অভ্যাস করা।
- পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
- মানুষকে ভালবাসা, অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

মাবরুর অর্জনের উপায়

নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে হবে
কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি পরিশুদ্ধ
করতে হবে

চরিত্র ও আচার ব্যবহার
পরিশুদ্ধ করতে হবে

আর্থিক বিষয়াদি পরিশুদ্ধ করতে
হবে

- সময় ও নিয়মানুবর্তী হওয়া।
- সব ধরনের দলাদলি ও অনৈক্য বন্ধ করা।
- মানুষকে কষ্ট না দেওয়া, বঞ্চিত না করা।
- অসদাচরণ থেকে বিরত থাকা।
- সব ধরনের অশ্লীলতা পরিহার করা।
- দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা, পর্দা মেনে চলা।
- অন্যের দোষত্রুটি গোপন করা।
- মানুষের প্রতি সহনশীল ও সহানুভূতিশীল হওয়া।
- অতীতের পাপসমূহ চিহ্নিত করা। তওবা করা, অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

মাবরুর অর্জনের উপায়

নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে হবে
কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি পরিশুদ্ধ
করতে হবে

চরিত্র ও আচার ব্যবহার পরিশুদ্ধ
করতে হবে

আর্থিক বিষয়াদি পরিশুদ্ধ
করতে হবে

- হালাল উপার্জিত অর্থ দিয়ে ইবাদা করা।
- হারাম উপার্জনের উৎস থেকে দূরে থাকা।
- আমানতের খেয়ানত না করা।
- অপচয় অপব্যয় ও কৃপণতা পরিহার করা।
- পাওনাদারের পাওনা পরিশোধে আন্তরিক হওয়া।
- জোর জবরদস্তি ও জুলুম নির্যাতন করে সম্পদ অর্জন না করা।
- মাপ ও ওজনে কম দেওয়া এবং ভেজাল মিশানো বন্ধ করা। চোরাকারবারী, কালোবাজারী, সুদ, ঘুষ, কর ফাঁকি, ওয়ারিশের সম্পত্তি না দেওয়া, স্ত্রীর দেনমোহর দিতে বিলম্ব করা বা না দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা।

যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে

- ▶ ১ তাকওয়া
- ▶ ২ তওবা
- ▶ ৩ ইস্তিগফার
- ▶ ৪ ঋণ পরিশোধ
- ▶ ৫ জ্ঞান অর্জন

- ▶ ৬ রাগ
- ▶ ৭ অহংকার
- ▶ ৮ ধৈর্য ধারণ
- ▶ ৯ ত্যাগ
- ▶ ১০ ক্ষমা

মাবরুর অর্জনের উপায়

হাজ্জের দিনগুলো ও এর কার্যাবলী সম্পর্কে জানা এবং পবিত্র ভূমিতে থাকা কালীন সময়ে একজন হাজির করণীয় কার্যাবলী সম্পর্কে জানা।

সলাত

আনুগত্য

কুরআন

দু'আ

প্রশিক্ষণ

□ ১ হজ্জ ও হাজি (কুর'আনের আলোকে)

□ ২ হাজিদের সম্মান ও মর্যাদা

□ ৩ মাবরুর হজ্জ

□ ৪ প্রশিক্ষন ও তার গুরুত্ব

□ ৫ হজ্জ কি ও হজ্জের সময়

8

প্রশিক্ষন ও তার গুরুত্ব

May 11, 2023

51

হজ্জ প্রশিক্ষনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রশিক্ষন হলো জ্ঞান, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসে উৎকর্ষতা অর্জনের উপায়।

যে যে বিষয়ে সমৃদ্ধ হতে চায়
সে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রশিক্ষণহীন ব্যক্তির তুলনায় অধিককতর
যোগ্য ও দক্ষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে
এবং সাফল্য অর্জন করে।

হজ্জ প্রশিক্ষনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণ নিতে হয়



ডাক্তার

কর্মজীবী



ছাত্র

সৈনিক



হজ্জ প্রশিক্ষনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানব জীবনকে সফল করার জন্যে
অন্যতম একটি ইবাদত হলো হজ্জ



হজ্জ প্রশিক্ষনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

হজ্জ এর মধ্যে রয়েছে
দৈহিক, মানসিক,
আর্থিক, আত্মিক
সব বিষয়ের সমন্বয়

এই বিষয়গুলোর সমন্বয় না
থাকলে হজ্জ মাবরুর হয় না

যথাযথ প্রশিক্ষণই সাধারণ
হজ্জকে মাবরুর হজে
পরিনত করে



হজ্জ প্রশিক্ষনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এছাড়াও ইবরাহিম
(আ) আল্লাহর কাছে
দোয়া করেছেন

একজন রসুল প্রেরণ
করার মাধ্যমে
হজ্জের নিয়ম কানুন
শিক্ষা দেবার জন্য

সূরা বাকারা ১২৮- ১২৯
আয়াতের মর্ম

হে আমাদের প্রতিপালক!
আমাদেরকে আমাদেরকে ক্ষমা করুন
আমাদের বংশধর থেকেও
একটি অনুগত দল সৃষ্টি করুন
এবং আমাদের হজ্জের রীতিনীতি বলে দিন

হে আমাদের প্রতিপালক
তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন
পয়গম্বর প্রেরণ করুন যিনি তাদের কাছে
তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন,
তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন।
এবং তাদের পবিত্র করবেন।

হজ্জ প্রশিক্ষনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ সকল ইবাদতের নিয়ম কানুন শিখানোর জন্য
মুহাম্মাদ (স)
কে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন



প্রশিক্ষনের প্রয়োজনীয়তা

রসূলুল্লাহ (স) নামায সম্পর্কে বলেছেন,

তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ
সেভাবে নামায পড়

রসূলুল্লাহ (স) হজ্জের ব্যাপারে বলেছেন,

প্রশিক্ষনে গুরুত্ব

জাবির (রঃ) থেকে বর্ণিত, রাসল (সঃ) বলেছেন,

خذوا عني مناسككم

“তোমরা আমার কাছ
থেকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও”

সহিহ মুসলিম ইফাঃ আধ্যায় হজ্জ হাদিস ৩০০৭

সঠিক নিয়ম মানার গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেন,

“আমি যখন তোমাদের কোন কাজের আদেশ
দেই তখন তা তোমরা সাধ্যানযায়ী পালন
করো।

আর যখন কোন কাজ করতে নিষেধ করি,
তখন তা পরিত্যাগ করো”।

নাসাঈ-২৬১৯

মহাম্মাদ (সঃ) আরও বলেছেন,

“যে দ্বীনের মধ্যে এমন কাজ
করবে যার
পতি আমার নির্দেশনা নাই তা
প্রত্যাখ্যাত (বাতিল)”

বুখারী-২৬৯৭

হজ্জ প্রশিক্ষনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

রসূলুল্লাহ (স) এর এ বক্তব্য থেকে
সঠিকভাবে হজ্জ পালনে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব
সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে না

কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রশিক্ষনের গুরুত্ব

হজ্জ প্রশিক্ষনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সেখানে বহু স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে;
(মাকাম-এ ইবরাহিম) ইব্রাহিমের স্থান।
আর যে-কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ।

মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার
সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশে সেই
গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্যকর্তব্য।

আর যে অস্বীকার করবে সে জেনে রাখুক আল্লাহ
বিশ্বজগতের উপর নির্ভর করেন না।
(সূরা আলি ইমরান ৯৭)



হজ্জ প্রশিক্ষনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

(সূরা বাকারা ১৯৭)

হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ।
অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের উপর
হজ আরোপ করে নিল,

তার জন্য
অশ্লীলতা
অসৎ আচরন
ঝগড়া-বিবাদ
বৈধ নয়।

আর তোমরা ভাল কাজের যা কর,
আল্লাহ তা জানেন

নিশ্চয় উত্তম সফর সামগ্রী হল
তাকওয়া।

আর তোমরা আমাকে ভয় কর।
হে বিবেক সম্পন্নগণ,

হজ্জ প্রশিক্ষনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পবিত্র কুরআনের আয়াতে
হজ্জ পালনের বিধানের সাথে সামর্থের বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

হজ্জের সামর্থ বলতে এখানে শুধু ভ্রমণের ক্লাস্তি বুঝানো হয়নি।
বরং সঠিকভাবে হজ্জ পালনের প্রস্তুতির
দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে।

যে ইবাদতের প্রচেষ্টা উটকে কৃশকায় বানিয়ে ফেলে
সে ইবাদতের প্রস্তুতিতে হাজি নিজে ছিমছাম
থাকলে লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয় না।

হজ্জ প্রশিক্ষনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের জন্যে ঘোষণা
প্রচার কর।

তারা তোমার কাছে আসবে
পায়ে হেঁটে এবং
সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের
পিঠে সওয়ার হয়ে
দূর-দূরান্ত থেকে।

(সূরা হজ্জ ২৭)



হজ্জ প্রশিক্ষনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

অন্যদিকে
হজ্জ উপলক্ষে উপযুক্ত
পাথেয় সংগ্রহের
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

হজ্জের পাথেয় বলতে শুধু
অর্থ ও শারীরিক সামর্থকেই
বুঝানো হয়নি।

বরং জ্ঞান ও তাকওয়া বুঝানো হয়েছে।

হজ্জ প্রশিক্ষনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

জ্ঞান ও
তাকওয়া
অর্জনে প্রশিক্ষণের
কোন বিকল্প নেই।

হজ্জ প্রশিক্ষনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান সময়ে আগের তুলনায়
অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ হজ্জ করছে।
কিন্তু মুসলিম সমাজের
আর্থ-সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে
তেমন কোন উন্নয়নের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

হজ্জ প্রশিক্ষনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রশিক্ষণবিহীন হজ্জ

এর অন্যতম কারণ।

সুতরাং হজ্জের সত্যিকার ফল লাভ করতে হলে

অবশ্যই হজ্জের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

হজ্জ প্রশিক্ষনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এর আহ্বান

خذوا عني مناسككم

প্রশিক্ষনের প্রয়োজনীয়তা

তোমরা আমার সঙ্গে হজ্জ পালন কর
এবং হজ্জের নিয়ম কানুন শিখে নাও।

যাওয়ার আগে কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রয়োজন ?

সহিহ মুসলিম ইফাঃ আধ্যায় হজ্জ হাদিস ৩০০৭

“

প্রশিক্ষনের বিষয়াবলী

”

হজ্জ প্রশিক্ষনের বিষয়বস্তু

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য।
২. হাজীদের সম্মান, মর্যাদা ও অবস্থার বর্ণনা।
৩. হজ্জ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও পদ্ধতি।
৪. হজ্জের শিক্ষা।
৫. নিয়ত।
৬. তরজমাসহ হজ্জ সম্পর্কিত আল কুরআনের আয়াত পাঠ ও পর্যালোচনা।
৭. হজ্জ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস পাঠ ও পর্যালোচনা।

হজ্জ প্রশিক্ষনের বিষয়বস্তু

৭. অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ তালবিয়া মশখ।
৮. ইহরামের গুরুত্ব তাৎপর্য শিক্ষা ও পদ্ধতি।
৯. তওয়াফ সংক্রান্ত আলোচনা।
১০. সাযী সংক্রান্ত আলোচনা।
১১. মাথা মুন্ডানো সংক্রান্ত আলোচনা।
১২. নফল উমরা সংক্রান্ত আলোচনা।
১৩. আরাফা অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনা।
১৪. মুযদালিফা অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনা।

হজ্জ প্রশিক্ষনের বিষয়বস্তু

১৫. মিনা অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনা।
১৬. কুরবানি সংক্রান্ত আলোচনা
১৭. মাথা মুন্ডান বা চুল কাটা সংক্রান্ত আলোচনা।
১৮. নামায সংক্রান্ত আলোচনা (ফযর, কসর, বিতির ও জানাযা)।
১৯. যিয়ারতে রসূল (স) সংক্রান্ত আলোচনা।
২০. দু'আ সংক্রান্ত আলোচনা।
২১. কুরআন সংক্রান্ত আলোচনা।

হজ্জ প্রশিক্ষনের বিষয়বস্তু

২২. ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দর্শন সংক্রান্ত আলোচনা।
২৩. সফর সংক্রান্ত আলোচনা।
২৪. খাদ্য সংক্রান্ত আলোচনা।
২৫. বাসস্থান সংক্রান্ত আলোচনা।
২৬. কেনা-কাটা সংক্রান্ত আলোচনা।
২৭. মানবসেবা সংক্রান্ত আলোচনা।
২৮. ভবিষ্যত কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনা।
২৯. পূর্ব প্রস্তুতি ও সফর সংক্রান্ত বিবরণ।
৩০. **উমরা ও হজ্জের আনুষ্ঠানিক বিবরণ।**

- ১ হজ্জ ও হাজি (কুর'আনের আলোকে)
- ২ হাজিদের সম্মান ও মর্যাদা
- ৩ মাবরুর হজ্জ
- ৪ প্রশিক্ষন ও তার গুরুত্ব
- ৫ হজ্জ কি ও হজ্জের সময়



হজ্জ ও হজ্জের সময়

www.qurantrtc.com

আলোচ্য বিষয়:

হজ্জের সময়, হজ্জকালীন নিষিদ্ধ বিষয়াদি, পাথেয় সংগ্রহ
ও বোধ সম্পন্নদের দৃষ্টি আকর্ষণ। বাকারা : ১৯৭

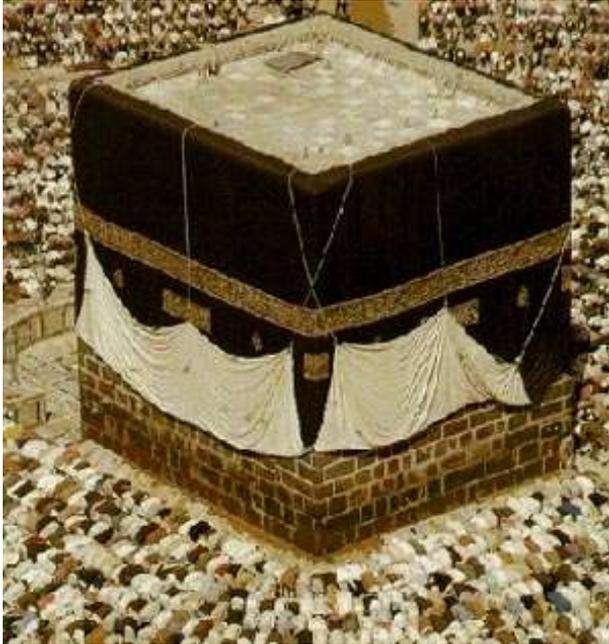
হজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট

মাসসমূহে। অতঃপর যে কেউ এ
মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করে তার
জন্য অশ্লীলতা, অন্যায় আচরণ ও কলহ-
বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা উত্তম
কাজের যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন
এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে,
আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। **হে**
বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা
আমাকে ভয় কর।

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ
فَرَّضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا
تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى
وَالتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

হজ্জ

হজ্জ



হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন কাজের ব্যাপারে **দৃঢ় ইচ্ছা** বা **সংকল্প** করা।

ইসলামি পরিভাষা অনুযায়ী
নির্দিষ্ট মাসে, নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে
নির্দিষ্ট স্থানে নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা
সম্পন্ন করা।

নির্দিষ্ট মাস

হজ্জের মাস ও দিন

১. মুহররম
২. সফর
৩. রবিউল আউয়াল
৪. রবিউস সানি
৫. জমাদিউল আউয়াল
৬. জমাদিউস সানি

৭. রজব
৮. শা'বান
৯. রমজান

১০. শাওয়াল
 ১১. জ্বিলকদ
 ১২. জ্বিলহজ্জ
- হজ্জের মাস

নির্দিষ্ট দিন

হজ্জের মাস ও দিন

■ ০৮ জ্বিলহজ্জ : তালবিয়া দিবস (ইয়ামুল তারবিয়া)

■ ০৯ জ্বিলহজ্জ : আরাফা দিবস (ইয়ামুল আরাফা)

■ ১০ জ্বিলহজ্জ : কুরবানী দিবস (ইয়ামুল নহর) ঈদের দিন

■ ১১ জ্বিলহজ্জ : ১ম তাশরীক দিবস

■ ১২ জ্বিলহজ্জ : ২য় তাশরীক দিবস

■ ১৩ জ্বিলহজ্জ : ৩য় তাশরীক দিবস

আইয়ামে তাশরিক

নির্দিষ্ট সময়

হজ্জের মাস ও দিন

০৮ জ্বিলহজ্জ

যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও

০৯ জ্বিলহজ্জ ফজরের নামাজ মিনাতে আদায় করা

০৯ জ্বিলহজ্জ

সূর্য হেলে যাওয়ার পর হতে আরাফা আবস্থান,
সূর্যাস্ত হলে মুজদালিফা গমন ও রাত্রি যাপন

১০ জ্বিলহজ্জ

সূর্য উদয়ের পর থেকে সূর্য হেলে যাওয়ার আগেই
জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ

১০, জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর থেকে ১১, ১২ ও ১৩ জ্বিলহজ্জ সূর্যাস্ত এর পূর্বে

কুরবানি করা, চুল কাটা, কাবা তাওয়াফ করা ও সাফা মারওয়া সায়া করা

১১, ১২ ও ১৩ জ্বিলহজ্জ সূর্যাস্ত এর পূর্ব পর্যন্ত

মিনাতে অবস্থান করে সূর্য হেলে যাওয়ার পর জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা

নির্দিষ্ট স্থান

হজ্জের মাস ও দিন



নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা

হজ্জের মাস ও দিন

ইহরাম

- উমরার ইহরাম (ফরয)
- হজ্জের ইহরাম (ফরয)

তাওয়াফ

- কুদুম (আগমনি/উমরার তাওয়াফ) (ফরয)
- ইফাদা (ফরয)
- বিদায় (ওয়াজিব)

সায়ি

- উমরার সায়ি (ওয়াজিব)
- হজ্জের সায়ি (ওয়াজিব)

চুল কাটা

- উমরার সায়ি (ওয়াজিব)
- হজ্জের সায়ি (ওয়াজিব)

অকুফ

মিনা (সুন্নাহ/ওয়াজিব)

- ১) অবস্থান ২) পাচ ওয়াক্ত নামাজ ৩) রমি

আরাফা (ফরয)

- ১) অবস্থান ২) যুহর-আসরের নামাজ ৩) দুআ

মুজদালিফা (ওয়াজিব)

- ১) অবস্থান ২) মাগরিব-ইশার নামাজ ৩) দুআ

রমি (কঙ্কর নিক্ষেপ)

- প্রথম দিন (ওয়াজিব)
- দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিন (ওয়াজিব)
- চতুর্থ দিন (সুন্নাহ)

নহর (কুরবানি) (ওয়াজিব)

তাকবির (তাশরিক) (সুন্নাহ)

১) ইহরাম

- মিকাত অথবা মক্কার বাসস্থান থেকে ইহরামে প্রবেশ
- অজু অথবা গোসল করে পবিত্র হওয়া
- ২ টুকরা সিলাই বিহীন কাপড় এবং স্যাডেল পড়া
- ওয়াজ/ পবিত্রতা সলাত পড়া
- সজোরে নিয়ত ও তালবিয়া পাঠ করা

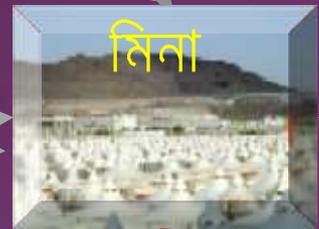
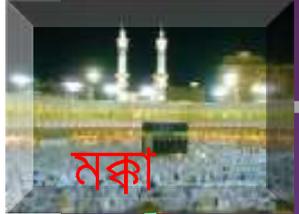
২) মিনা- ৮ জিলহজ্জ

- সকালে মিনাতে আগমন
- দিন এবং রাত মিনাতে অবস্থান
- যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং ফজর আউয়াল ওয়াজে কসর করা
- ৯ই জিলহজ্জ সূর্য উদয়ীর পর আরাফার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া

৩) আরাফা দিন- ৯ জিলহজ্জ

- যুহরের আগে অথবা যুহরের সময় আরাফাতে অবস্থান করা
- যুহরের সময় যুহর-আসর একসাথে জমা করে পড়া
- দু'আ এবং জিকিরের মাধ্যমে সারা দিন অতিবাহিত করা
- সূর্যাস্তের পর মুজদালিফার উদ্দেশ্যে আরাফা ত্যাগ করা

মিকাত



www.aminahbd.com



এক নজরে হজ্জ

৮) মক্কা-শেষ দিবস

- বিদাই তাওয়াফ করা
- মক্কায় অবস্থানের সর্ব শেষ কাজ হবে এইটা

৭) মিনা- ১১, ১২, ১৩ জিলহজ্জ

- তাশরিক এর দিনগুলো দিন-রাত মিনাতে অবস্থান করা
- ৩টি জামারাতে যোহর থেকে মাগরিবের মধ্যে কঙ্কর নিক্ষেপ করা
- ইচ্ছা করলে ১২ই তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপের পর মিনা ত্যাগ করা যায়

৬) মক্কা- ১০ জিলহজ্জ

- মাসজিদ আল হারামে প্রবেশ করা
- ফরজ তাওয়াফ করা (তাওয়াফ আল ইফাদা)
- সা'ঈ করা
- বড় পবিত্রতা অর্জন করা: সকল বিধিনিষেধ উঠে যাওয়া
- মিনাতে ফিরে যাওয়া

৪) মুজদালিফা - ১০ জিলহজ্জ

- রাতে মুজদালিফাতে পৌঁছান
- মাগরিব ও ইশা একসাথে জমা করে কসর করা
- ফজর পর্যন্ত ঘুমানো
- আউয়াল ওয়াজে ফজর পড়া -দোয়াও জিকির করতে থাকা
- সূর্য উদয়ের একটু আগেই মুজদালিফা ত্যাগ করে
- মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া

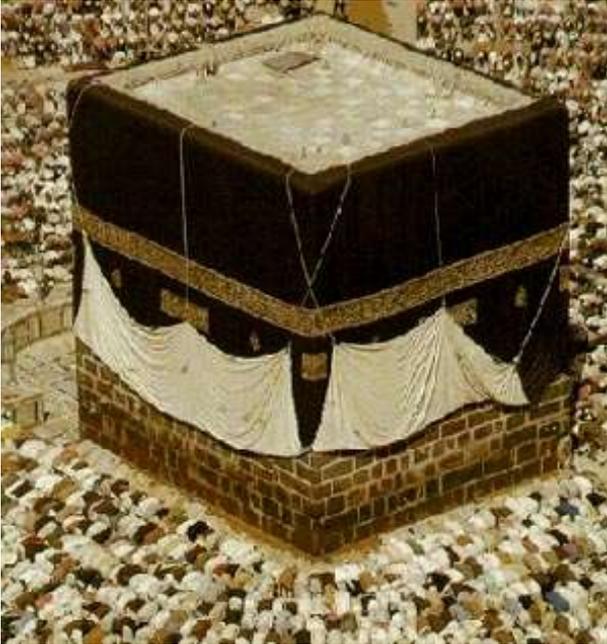
৫) মিনা- ১০ জিলহজ্জ

- সকালে মিনাতে পৌঁছান
- জামারা আকাবা গিয়ে ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ
- হাদি কুরবানি করা
- চুল কাটা
- ছোট পবিত্রতা অর্জন
- গোসল করে স্বাভাবিক কাপড় পড়া
- ফরজ তাওয়াফের জন্য মক্কা যাওয়া

উমরা

উমরা

হজ্জের মাস ও দিন



উমরার অর্থ পরিদর্শন বা সাক্ষাৎ

হজ্জ অনুষ্ঠানের কয়েকটি দিন
ব্যতীত (৮-১৩ জিলহজ্জ)
নির্ধারিত নিয়মে কাবা পরিদর্শন
করাকে উমরা বলে।

উমরার নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা



নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা

হজ্জের মাস ও দিন

হজ্জের

নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা

ইহরাম

মিনা

আরাফা

মুজদালিফা

রমি (কঙ্কর নিক্ষেপ)

কুরবানি

চুল কাটা

তাওয়াফ

সায়ি

বিদায় তাওয়াফ

উমরার

নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা

তাওয়াফ

সায়ি

চুল কাটা

চারটি কাজ হজ্জ এবং উমরার জন্য প্রযোজ্য

ইহরাম

তাওয়াফ

সায়ি

চুল কাটা

Hosain Imam call: + 88 0155 0001 001 email: hosain.imam@gmail.com website: www.aminahbd.com

“সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা,
আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা,
আস্তাগফিরুকা, ওয়া আতুবু ইলাইক”

আস সালামুআলাইকুম
ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বরাকাতুহু



কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

QURAN TEACHING RESEARCH AND TRAINING CENTER

কুরআনের আলোকে জীবনকে আলোকিত করার প্রতিষ্ঠান



Hosain Imam call: + 88 0155 0001 001 email: hosain.imam@gmail.com website: www.aminahbd.com



Hosain Imam

call : + 88 0155 0001 001

email : hosain.imam@gmail.com

website : www.aminahbd.com